دعوة إلى حفظ الإيمان

ঈমান রক্ষার

দাওয়াত

সংকলনে:
শহীদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ
দাওরায়ে হাদীছ;আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
কামিল(তাফসির),সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া,ঢাকা।
প্রধান শিক্ষক;সিরাজুল হুদা আস-সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, রাজেন্দ্রপুর বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর।
সার্বিক যোগাযোগ:+৮৮০১৭৮০-৫৬৭২৬৬

সম্পাদনায়:
শায়খ ড.মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ মাদানী(হাফি:)
পিএইচডি;মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়,সৌদি আরব।
প্রফেসর;হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

প্রকাশক:

আল-ইখলাস ফাউন্ডেশন

প্রকাশক:

আল-ইখলাস ফাউন্ডেশন

নাম্বার:+৮৮০১৯৫৪-৭৯৮৯৫০

প্রকাশকাল:

জুমাদাল উলা:১৪৪৭হিজরী

কার্তিক-১৪৩২বঙ্গাব্দ

নভেম্বর-২০২৫ইংরেজী

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা:

আব্দুর রাজ্জাক বীন লোকমান ও তাওহীদ রাহবার।

নির্ধারিত মূল্য: ৪০(চল্লিশ) টাকা মাত্র।

....

IMAN ROKKHAR DAWAT

(ঈমান রক্ষার দাওয়াত) by Shahidullah Bin Rahmatullah.Dawra-e-Hadith (Al-Jamiyah As-Salafiyah, Rajshahi),Kamil (Tafsir), Govt. Madrasah-e-Alia, Dhaka,Principal, Sirajul Huda As-Salafiyah Madrasah, Gazipur. Price: 40 (Forty) Taka Only,Mobile: +880178056726

সম্পাদকের বাণী:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

আলহামদুলিল্লাহ।ছোট ভাই শহীদুল্লাহ সংকলিত "ঈমান রক্ষার দাওয়াত" পুস্তিকাটি পড়ে দেখেছি।প্রয়োজনীয় সংশোধন করার মাধ্যমে পুস্তিকাটি সংক্ষেপে ঈমান পরিচিতির ইনডেক্স হিসেবে পাঠকদের জন্য উপকারী হবে মনে করছি।ঈমানের মৌলিক শাখা-প্রশাখাগুলো ও ঈমান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফিরক্বার পথভ্রষ্ট চিন্তা-ধারাসহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জা'মাআতের মৌলিক ঈমানের ধারণা সংক্ষেপে এই পুস্তিকায় যুক্ত করা হয়েছে।

এ ধরনের সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা দাওয়াতী কাজের জন্য ব্যপক দরকার।

আল্লাহ সংকলককে উত্তম জাযা দান করুন। ।আমীন।

বিনীত
ড.মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ মাদানী(হাফিঃ)

পরিচালকের বাণী:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

বিশুদ্ধ 'ঈমান' একজন মুসলিমের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য স্থায়ী সম্পদ। এটি ছাড়া একজন মুসলিম প্রকৃত মুসলিমে রূপান্তরিত হতে পারেনা। তবে, বর্তমানে মানুষের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও বিশুদ্ধ ঈমান সংক্রান্ত বিষয়ে যেনো জ্ঞানের পরিধি খুবই কম। যে কারণে অধিকাংশ মানুষ আজ শিরক,বিদআতসহ বিভিন্ন গোনাহে জর্জরিত। এজন্য "আল ইখলাস ফাউন্ডেশন"-এর তত্ত্বাবধানে প্রথম কাজ হিসেবে 'ঈমান' সংক্রান্ত বিষয় দিয়ে বিশুদ্ধ কিতাব প্রকাশের যাত্রা শুরু করেছি আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ أَصحابُ الجَنَّةِ هُم فيها خالِدونَ

আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী(আল বাকারা ২:৮২)।

সুবহানাল্লাহ! মহান আল্লাহ সকল মুসলিমকে জান্নাতুল ফিরদাউসে কবুল করুন।

পরিশেষে, একান্ত অনুরোধ কিতাবটির যে কোনো ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাদেরকে জানালে আমরা অবশ্যই সংশোধিত করব ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লহু খইরন।

শেখ রাশেদুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক,
আল -ইখলাছ ফাউন্ডেশন।

সংকলকের আরজগুজার

الحمد لله ربِّ العالمين، الذي هدانا للإسلام ، وشرَّفنا بالإيمان، ومن أمةِ سيدِ الأنام .

ঈমান হলো ইসলামের ভিত্তি, দ্বীনের মূল, সফলতার চাবিকাঠি এবং জান্নাতে প্রবেশের প্রথম শর্ত। কিন্তু আজকের যুগে অনেক মুসলমান নামে মাত্র ঈমানদার, অথচ ঈমানের প্রকৃত অর্থ, দাবি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে অজ্ঞ।

এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে ঈমানের পরিচয়, গুরুত্ব, উপাদান, দাবি, বৃদ্ধি ও হ্রাসের,শাখা ও ভঙ্গের কারণসমূহ সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়স্পর্শীভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পাঠক অল্প সময়েই ঈমান সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারেন।

বিশেষভাবে আল্লাহর পরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শায়খ ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ মাদানী (হাফি:)-শত ব্যস্ততা এবং অসুস্থ হওয়া সত্বেও বইটি সম্পাদনা করার জন্য। (আল্লাহ শায়খকে দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কৃত করুন। আমীন।

আমি আশা করি, এই ছোট বইটি ছাত্র, সাধারণ পাঠক ও দাওয়াতি কর্মীদের জন্য এক সহজপাঠ্য সহায়ক গ্রন্থ হবে ইনশাআল্লাহ।**বিঃদ্রঃ অনুজ আব্দুর রাজ্জাক ও তাওহীদের কথা না বললেই নয়; তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।আল্লাহ তাদের নিঃশর্ত খেদমত কবুল করুন।আমিন।**

উৎসর্গ (الإهد)

আমার জম্মদাতা মাতা-পিতা,উস্তাদগণ, যারা আমাকে ঈমান ও তাওহীদের সত্য আলো শিখিয়েছেন,আমার সহোদর,সহোদরা,আহলিয়া ও নয়নের পুতলী রুফাইদা, সাইফুল্লাহ এবং সে-সকল ভাই-বোনেরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঈমানের পথে অটল থাকতে চায়।

اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم ، ونافعًا لعبادك المؤمنين .

(হে আল্লাহ! এই কর্মকে আপনার সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি করুন এবং আপনার মুমিন বান্দাদের জন্য উপকারী করুন।)আমীন।

বিনীত

আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী দ্বীনি ভাই

শহীদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ

রসুলপুর,কামারখন্দ,সিরাজগঞ্জ।

সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

ভূমিকা:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ঈমান হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। ঈমান ছাড়া ইসলামের কোনো মূল্যই নেই। কুরআনুল কারীমে সর্বত্র ঈমানের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَـٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ

“আর যে কেউ ইসলামের বাইরে অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করে, তা কখনো তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আলে ইমরান ৩:৮৫]।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان

অর্থ: “ঈমানের সত্তরাধিক শাখা আছে। এর মধ্যে লজ্জাশীলতা একটি শাখা"(ছহীহ বুখারী হাদীছ-৯;ছহীহ মুসলিম হাদীছ-৩৫)।

হাসান আল-বাসরী (রাহমিাহুল্লাহ) বলনে:

“মুমিনরা আল্লাহর সাথে এমন ব্যবসা করে যার মূলধন হল ঈমান, এবং লাভ হল জান্নাত।”

এতে প্রমাণিত হয় যে ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাস নয়, বরং অনেক শাখা-প্রশাখার সমষ্টি।নিম্নে মুসলিমের জীবনের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ ঈমান সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ঈমানের পরিচয়

১. আভিধানিক সংজ্ঞা:

আরবি ভাষায় الإيمان এসেছে أَمِنَ – يأْمَنُ ধাতু থেকে। এর আভিধানিক অর্থ: বিশ্বাস করা,নিরাপত্তা দেয়া,নিশ্চয়তা দেওয়া,স্বীকৃতি দেয়া।

২. শারঈ সংজ্ঞা: শরীয়াতের দৃষ্টিতে ঈমান হলো: ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। এটি বৃদ্ধি পায় আনুগত্য ও সৎকর্মের মাধ্যমে এবং হ্রাস পায় গুনাহ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে।

দলীল:

রাসূল ﷺ যখন জিবরাইল (আঃ) এর প্রশ্নের উত্তরে ঈমান ব্যাখ্যা করলেন, তিনি বললেন:

أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

অর্থ: “ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাতের দিন এবং তাকদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করা।(ছহীহ মুসলিম হা/৮)

ঈমানের গুরুত্ব (الإيمان أهمية)

“ঈমান”-এটি ইসলামের ভিত্তি, জীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং আখিরাতে মুক্তির একমাত্র পথ।

যে ঈমান রাখে, সে আল্লাহর ভালোবাসা, রহমত ও জান্নাত লাভের যোগ্য হয়; আর যে ঈমান ছাড়া থাকে, সে সবকিছু হারায়।

১. ঈমানই ইসলামের ভিত্তি:

قَالَ رَسُولُ اللهِ¬ ﷺ: بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ...

“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত – তার মধ্যে প্রথমটি হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"(ছহীহ বুখারী, হাদীছ: ৮; ছহীহ মুসলিম, হাদীছ: ১৬)।

অর্থাৎ ঈমান ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় না।

২. ঈমান ছাড়া আমল গ্রহণযোগ্য নয়:

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾

"যে ঈমান অস্বীকার করে, তার সব আমল নষ্ট হয়ে যায়।" (সূরা আল-মায়িদাহ: ৫:৫)।

সালাত, ছিয়াম, হজ্জ সবই তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন ঈমান থাকবে।

৩. ঈমান আখিরাতে মুক্তির একমাত্র পথ:
নবী ﷺ বলেনঃ

مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে অথচ তাঁর সঙ্গে কোনো কিছু শরীক করবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" (ছহীহ বুখারী, হাদীছ: ১২৩৭; ছহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯৪)।

৪. ঈমানই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾

অর্থ "আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট – এটি তাদের জন্য, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করেছিল।" (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮:৪)।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ঈমানের ফল।

৫. ঈমান মানুষকে সৎকাজে অনুপ্রাণিত করে:

আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে"(সূরা আল-বাকারা: ২:২৭৭)।

প্রকৃত ঈমান মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং নেক কাজে আগ্রহী করে।

৬. ঈমান মানুষকে দুনিয়ায় প্রশান্তি দেয়:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾

"যে ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করে, আমি তাকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ জীবন দান করব" (সূরা আন-নাহল ১৬:৯৭)।

ঈমানই মানুষের অন্তরে প্রকৃত শান্তি আনে।

৭. ঈমান মানুষকে ভয়, দুঃখ ও হতাশা থেকে মুক্ত রাখে:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, তারপর সে কথায় দৃঢ় থাকে, তাদের জন্য কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না" (সূরা আল-আহকাফ ৪৬:১৩)।

৮. ঈমানই সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল:

ঈমানবিহীন সমাজে অন্যায়, ভ্রষ্টতা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে;

আর ঈমানদার সমাজে ন্যায়, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

"নিশ্চয়ই সব ঈমানদার পরস্পর ভাই ভাই"(সূরা আল-হুজুরাত৪৯: ১০)।

৯. ঈমান মানুষকে বিপদে দৃঢ় রাখে:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

অর্থ "আল্লাহ কখনো তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করবেন না" (সূরা আল-বাকারা ২:১৪৩)।

বিপদে, দুঃখে ও পরীক্ষায় ঈমানই মানুষকে স্থির রাখে।

১০. ঈমানই সফলতার চাবিকাঠি:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾

অর্থ "নিশ্চয়ই সফল হয়েছে ঈমানদাররা"(সূরা আল-মুমিনূন ২৩:২)।

প্রকৃত সফলতা ঈমানদারদেরই প্রাপ্য।

ঈমানের ফযিলত (ফযিলত ও মর্যাদা)

১. ঈমানই জান্নাতে প্রবেশের মূল চাবি:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: "যে ব্যক্তি বলে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" (ছহীহ বুখারী, হাদীছ-৫৮২৭; ছহীহ মুসলিম, হাদীছ: ৯৪)।

২. ঈমান ছাড়া কোনো আমল কবুল হয় না:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"যে ঈমান অস্বীকার করে, তার সব আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"(সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৫)।

৩. ঈমানই অন্তরের প্রশান্তি ও নিরাপত্তার কারণ:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানে শিরকের মিশ্রণ ঘটায়নি—তাদের জন্যই নিরাপত্তা ও সঠিক পথপ্রাপ্তি রয়েছে।" (সূরা আল-আনআ"ম ৬:৮২)।

৪. ঈমান দ্বারা পাপসমূহ মাফ হয়:

আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ﴾

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন" (সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:৯)।

৫. ঈমানই আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সম্পদ:

রাসূল ﷺ বলেনঃ

لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ إِيمَانٍ بِهِ

"আল্লাহর নিকট ঈমানের চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস নেই।" (মুসনাদ আহমাদ, হাদীছ: ২৩৩৩৫)।

৬. ঈমানের কারণে আল্লাহ সাহায্য করেন

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

"তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করো, তবে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন ও তোমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় করবেন" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৭)।

৭. ঈমানদাররাই আল্লাহর প্রিয়বান্দা

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ "নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ৩:৭৬)।

৮. ঈমানের কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

রাসূল ﷺ বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কুরআনের (ঈমানের) মাধ্যমে কিছু জাতিকে উন্নত করেন এবং কিছু জাতিকে অবনমিত করেন" (ছহীহ মুসলিম, হাদীছ: ৮১৭)।

৯. ঈমানই দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি, সম্মান ও মুক্তির নিশ্চয়তা:
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾

"যে ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম করে, আমি তাকে সুন্দর জীবন দান করব" (সূরা আন-নাহল ১৬:৯৭)।

ঈমানের বিষয়ে বেশ কিছু ফেরকার আবির্ভাব হয়েছে। যারা প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ব্যাতীত।নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ঈমান বিষয়ে বিভিন্ন ফিরক্বা বা দলের পরিচয়:

"ঈমান" (الإيمان) সম্পর্কে মুতাযিলা (المعتزلة), জাহমিয়া (الجهمية)

,খারেজীদের (الخوارج), মুরজিয়াদের (المرجئة) এবং'আদের(**الشِّيعَةُ**)এর ভ্রান্ত ঈমান/মতবাদ ইসলামী ইতিহাসে বড় ফিতনার সৃষ্টি করেছে। নিচে তাদের আক্বীদা দলীসহ বিশ্লেষণ করা হলো:

১. মুতাযিলা (المعتزلة)এর ঈমান সম্পর্কিত আক্বীদা:

তাদের মূল ধারণা: মুতাযিলারা বলে -

الإِيمَانُ هُوَ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ وَالإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْجَوَارِحِ

অর্থ:ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজ করা।

তবে তারা এর মধ্যে "আমাল" (আমল)-কে ঈমানের অংশ বললেও, তারা মনে করে যে ব্যক্তি বড় গুনাহ করে, সে মুমিনও নয়, কাফিরও নয়, বরং "منزلة بين المنزلتين" দুটির মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।

➲ **তাদের বিখ্যাত নীতি:** "المنزلة بين المنزلتين"অর্থাৎ, বড় গুনাহকারী (مرتكب الكبيرة) মুমিন নয়, কাফিরও নয় -বরং এমন একটি তৃতীয়

অবস্থায় রয়েছে।তারা বলে, সে দুনিয়াতে “ফাসিক” এবং আখিরাতে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

- **তাদের এই মতবাদের উৎস:** প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবন আতা’ (واصل بن عطاء) (মৃত্যু: ১৩১ হি:)। সে হাসান বসরীর (রহঃ) হালাকা থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে বলেছিল: “আমি মনে করি বড় গুনাহকারী না মুমিন, না কাফির।” তখন হাসান বসরী (রহঃ) বলেছিলেন: "اعتزلنا واصل" (ওয়াসিল আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে) - এখান থেকেই নাম হয় "المعتزلة" (মুতাযিলা)।
- মুতাযিলাদের মতে ঈমানের পরিচয়: ঈমানের অর্থ অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকার, অঙ্গের কাজ । তারা বলে ঈমান বাড়ে না, কমেও না কবীরাহ/বড় গুনাহকারী মুমিন নয়, কাফির নয় আখিরাতে পরিণতি জাহান্নামে চিরকাল থাকবে ।

২.জাহমিয়াহ (الجهمية)-এর ঈমান সম্পর্কিত আক্বীদা:

- প্রতিষ্ঠাতা: জাহম ইবন সফওয়ান (جهم بن صفوان) - মৃত্যু ১২৮ হিজরী। তিনি ছিলেন “জাহমিয়া” মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, যা আকীদার ক্ষেত্রে আরও চরম ভ্রান্ত।
- তাদের মূল ধারণা: الإيمان هو المعرفة فقط অর্থাৎ, ঈমান কেবল আল্লাহকে জানা (معرفة الله) এর বাইরে কিছুই ঈমান নয়।
- তারা যা অস্বীকার করেছে: তারা বলে না,আমল ঈমানের অংশ। এমনকি মুখে স্বীকার (الإقرار باللسان) করাও ঈমানের শর্ত নয়। যার অন্তরে আল্লাহকে চেনে, সে মুমিন এমনকি যদি মুখে অস্বীকারও করে!(নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক)।
- জাহমিয়াদের মতে ঈমানের পরিচয়: ঈমানের অর্থ কেবল অন্তরের “জ্ঞান” (**معرفة**)মুখে স্বীকার জরুরী নয়, আমল ঈমানের অংশ নয় । ঈমান বৃদ্ধি/হ্রাস বৃদ্ধি বা হ্রাস নেই কবীরাহ /বড় গুনাহকারীতাও মুমিন (কারণ তার অন্তরে জ্ঞান আছে) ।

- তাদের আক্বীদার ভয়াবহতা: এর দ্বারা ইবলিশ,, ফেরাউন, আবু জাহল সবাইকে মুমিন বলা সম্ভব হতো (কারণ তারা আল্লাহকে চিনত)। তাই ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহঃ) বলেছিলেন: “ من قال إن الإيمان هو المعرفة فهو جهمي।যে বলে ঈমান কেবল আল্লাহকে জানা সে জাহমী।”
- "الرد على الجهمية" (জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া) https://www.islamweb.net/ar/fatwa/41408

৩. **খারেজীদের (الخوارج) ঈমান সম্পর্কিত আক্বীদা:**

- তাদের মূল মতবাদ: ঈমানের সঙ্গে আমল একত্র। অর্থাৎ তারা বলে যে ব্যক্তি বড় গুনাহ করে, সে কাফির হয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস: ঈমান হলো কথা, বিশ্বাস ও আমল কিন্তু যে কেউ কোনো বড় গুনাহ করলে, তার ঈমান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়, এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তারা মুসলমানদের ওপর তাকফীর (كفر) ঘোষণা করে, এমনকি সাহাবাদের একাংশকেও কাফির বলেছে। যেমন, আলী (রা.)সম্পর্কে)। দলীল বিকৃতি: তারা ভুলভাবে এই আয়াতকে দলিল হিসেবে নেয়

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

“আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা বিচার করে না তারাই হলো কাফির।” : (সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৪৪)
তারা এখানে “কাফির” শব্দকে আক্বীদাগত কুফর অর্থে নেয়, অথচ তা অনেক ক্ষেত্রে কুফরুন দুনা (ছোট কুফর) অর্থে বলা হয়।

৪. **মুরজিয়াদের (المرجئة) ঈমান সম্পর্কিত আক্বীদা তাদের নামের অর্থ:**

“মুরজিয়া শব্দটি إرجاء থেকে এসেছে, অর্থ: পিছিয়ে দেওয়া। তারা আমলকে ঈমান থেকে পিছিয়ে দিয়েছে- অর্থাৎ ঈমানের অংশ নয় বলে মনে করে।

- তাদের মূল ধারণা: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط অর্থাৎ, ঈমান কেবল অন্তরের বিশ্বাস, আমল তার অংশ নয়।
- তাদের ভ্রান্ত ধারণা: তারা বলে, যত বড় পাপই করো, ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন থাকবে, যতক্ষণ অন্তরে বিশ্বাস থাকে(আল-আক্বীদাহ ত্বাহাবীয়া

পৃষ্ঠা ১৯)। তারা ঈমানকে শুধু অন্তরের বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে, তাদের মতে ফাসিক মুমিন ও নেককার মুমিনের ঈমান সমান!

- মুরজিয়াদের মতে ঈমানের পরিচয়:

  মুরজিয়ারা মূলত ঈমানকে তিন ভাগে সংজ্ঞায়িত করেছে।তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলনীতি এক "আমল ঈমানের অংশ নয়।"নিচে প্রধান চারটি উপদলেরব সংক্ষিপ্ত মত তুলে ধরা হলো।

- ১. মুরজিয়াতুল জাহমিয়্যাহ (الجهمية المرجئة)

  এরা বলে: "ঈমান শুধুমাত্র মাআরিফা (জানার নাম)।"অর্থাৎ, কেউ যদি অন্তরে আল্লাহকে চিনে ফেলে, সে মুমিন; যদিও সে মুখে কুফরি করে, এমনকি ইবলিসের মতো হলেও।

- ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন:

  "জাহমিয়া বলে, ঈমান শুধু আল্লাহকে চেনার বনাম;
  তাই তারা ফেরাউন ও ইবলিসকেও মুমিন বলে।"

  (الرد على الزنادقة) ص١٨٢

- ২. মুরজিয়াতুল ফুকাহা (الفقهاء المرجئة)

  এরা বলে: "ঈমান হলো হৃদয়ের বিশ্বাস ও জবান দিয়ে স্বীকৃতি; আমলব ঈমানেরব জন্য শর্ত"।
  তারা বলে, সালাত,ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত এগুলো ঈমান।

- ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কিছু অনুসারী এই মতের কাছাকাছি গিয়েছেন।
  যদিও তিনি নিজে আমলকে ঈমানের প্রয়োজনীয় অংশ মনে করতেন, শর্ত হিসেবে।

- ৩.মুরজিয়াতুল কররামিয়্যাহ (الكرامية المرجئة)

  এরা বলে: "ঈমান শুধু মুখের স্বীকৃতি।"
  অর্থাৎ যে কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেই মুমিন,
  যদিও অন্তরে অবিশ্বাস থাকে।
  এ মত স্পষ্ট কুফরি ও ইসলামের বিরুদ্ধে।

- ৪.মুরজিয়াতুল সালাফ(العامةالمرجئة)

  এরা মনে করে: "ঈমান হলো বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতি;
  কিন্তু আমল ঈমানের পূর্ণতা বৃদ্ধি করে,

অথচ তার মৌলিক অংশ নয়

৫. শী'আদের(الشِّيْعَةُ)ঈমান ও বিশ্বাস: বিশ্লেষণমূলক আলোচনা:

শীআ ইসলামের অনুসারীরা মূলত ইমামত ও আল্লাহর কন্যাগণ এবং নবীদের বিশেষ অবদানকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাদের ঈমান বা বিশ্বাসের কাঠামো সুন্নী ইসলামের সঙ্গে কিছু দিক থেকে মিলিত হলেও কিছু মূল দিক থেকে ভিন্ন। এই বইয়ে আমরা শী'আদের ঈমানের মূল স্তরগুলো, শাখাগুলো এবং তফসীলভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করব।

- ঈমানের সংজ্ঞা: শি'আদের মতে ঈমান হলো হৃদয় ও অন্তরের বিশ্বাস যা কাজ ও উচ্চারণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তারা সাধারণভাবে ঈমানকে তিন ভাগে ভাগ করে:

আক্বীদাহ (বিশ্বাস): আল্লাহর একত্ব, নবী, কিয়ামত এবং ইমামদের প্রতি বিশ্বাস।

ইবাদত (কর্ম):আল্লাহর বিধি অনুযায়ী কাজ করা।

ইকদার (স্বীকৃতি): আল্লাহর ক্ষমতা ও নাজাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস। শিয়া মতবাদে ঈমান কেবল স্বীকৃতি নয়, এটি কাজ ও অন্তরের দৃঢ়তার সঙ্গে সম্পর্কিত।

- ঈমানের মূল উপাদান:

শী'আ ইসলামের ধারায় ঈমানের মৌলিক উপাদানগুলো হলো: তাওহীদ (একত্ববাদ): আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়।

নবুয়্যাত (নবীর বিশ্বাস): সমস্ত নবী আল্লাহর রসূল এবং তাদের শিক্ষা চিরস্থায়ী।

ইমামত (নির্দিষ্ট নেতা বা ইমামের স্বীকৃতি): আল্লাহের নির্দেশিত ইমামরা অনবদ্য ও অপরিহার্য।

কিয়ামত: মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন এবং বিচার। ক্বিয়ামাতের প্রতিশোধ: শাস্তি ও পুরস্কার।

আল-আদালাহ (ন্যায়বিচার): আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ এবং সমস্ত সৃষ্টি তার ন্যায়বিচারের অধীনে। শী'আ মতবাদে ঈমানের সঙ্গে ইমামতের গুরুত্ব সুস্পষ্ট; ইমামকে অমান্য করা মানে ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে অস্বীকার করা।

- ঈমানের ধরণ: শীআ গ্রন্থ অনুযায়ী ঈমানকে তিন ধরনের হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়: ইমান বিল কালিমা (শাব্দিক উচ্চারণ): মুখের স্বীকারোক্তি।

ইমান বিল কিয়াম (কর্ম দ্বারা প্রকাশ): দৈনন্দিন ইবাদত ও সৎকর্ম।

ইমান বিল বকাবুল (হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস): অন্তরের বিশ্বাস ও আত্মিক দৃঢ়তা। শিআ মতবাদে ঈমান কেবল মৌখিক স্বীকৃতি নয়; এটি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস এবং কর্মের সঙ্গে সমন্বিত।

➲ শী'আ ও সুন্নী ঈমানের পার্থক্য:

১: নায়েবত্ব বা ইমামত (Leadership):

সুন্নী মুসলিম: নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) মৃত্যুর পরে মুসলিমদের নেতা নির্বাচিত হয় সালাফদের পরামর্শে। খিলাফা বা আমীরকে ঈমানের অংশ হিসেবে দেখা হয় না; এটি সমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

শিয়া মুসলিম: নবী (ﷺ.) মৃত্যুর পরে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত ইমামরা মুসলিমদের নেতা। এই ইমামরা অনবদ্য ও অপরিহার্য। ইমামকে অস্বীকার করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে অস্বীকারের সমতুল্য। শী'আ বিশেষত ১২ ইমামকে (দ্বাদশী ইমাম শীআ) অনুসরণ করে।

মূল পার্থক্য: সুন্নীদের কাছে নেতা নির্বাচিত হয়, শীআদের কাছে নির্দেশিত ও অব্যর্থ ইমাম আছে।

২: ঈমানের কাঠামো:

সুন্নী মুসলিম: ঈমানের ৬টি স্তম্ভ: আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস, নবীদের প্রতি বিশ্বাস, ক্বিয়ামত (শেষ দিন), ক্বদার (ভাল ও মন্দের পূর্বনির্ধারণ)।

শীআ: ঈমানের ৫টি মূল স্তম্ভ: তাওহীদ (একত্ববাদ), নুবুওয়াত (নবীর বিশ্বাস), ইমামত (নির্দিষ্ট ইমামদের প্রতি বিশ্বাস), ক্বিয়ামত, আয়াদ (দিব্য ন্যায়বিচার ও বিচার)।

মূল পার্থক্য: শীআদের ঈমানে ইমামতের গুরুত্ব সুস্পষ্ট।

৩: কুরআন ও হাদীছ:

কুরআন: উভয়ই একই কুরআনকে বিশ্বাস করে।

হাদীছ: সুন্নী: হাদীছগুলো সংরক্ষিত, যেমন ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম ইত্যাদি।

শীচ:শীআ হাদীছগ্রন্থে আলী (রা.), ইমাম হুসাইন ও অন্যান্য ইমামদের কৃত হাদীছকে অন্যদের হাদীছ গ্রহণ করে না।

মূল পার্থক্য: হাদীছের গ্রহণযোগ্য উৎস ও বিশ্বাসযোগ্যতা ভিন্ন।

৪: ইবাদত ও আচার:

সালাত: শীআ ছালাতে কিছু আলাদা রুকন ও শর্ত ব্যবহার করে, যেমন মসজিদে হাত রাখা ভিন্নভাবে। সুন্নী মুসলিমরা ঐতিহ্যগত সালাফদের পদ্ধতি অনুসরণ করে।

ছিয়াম ও কুরবানী: উভয়ের মূল ইবাদত একই, তবে শীআদের মধ্যে কিছু নিয়ম এবং প্রথা স্থানীয়ভাবে আলাদা।

৫: ইতিহাস ও ঐতিহ্য:

সুন্নী: খলীফা-রাজবংশের ইতিহাসকে গুরুত্ব দেয়।

শীআ: আলী (রা.) ও ইমামদের ভূমিকা ও সংগ্রামের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে।

ঈমানের ভঙ্গ ও পুনর্গঠন শিয়া মতবাদে ঈমান ভঙ্গের কারণ ও পুনঃস্থাপনের উপায়:

কারণসমূহ: ইমামকে অস্বীকার করা, আল্লাহর ন্যায়বিচারের অস্বীকার, নবীর শিক্ষা মানতে অস্বীকৃতি।

পুনঃস্থাপন: অন্তরের বিশ্বাস পুনর্নবীকরণ, ইমামদের সম্মান ও শিক্ষা অনুসরণ, ইবাদতে নিয়মিত হওয়া।

➲ শিক্ষণীয় দিক:

শীআ ঈমানের মধ্যে অন্তরের দৃঢ়তা, ইবাদতের গুরুত্ব, এবং ইমামদের প্রতি আনুগত্যকে মূল বিষয় হিসেবে তুলে ধরে। তারা মনে করে, ঈমান শুধুই ভাষার কথা নয়, এটি হৃৎপিন্ড, মন, এবং প্রতিদিনের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৬. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের (أهل السنة والجماعة) আকীদা:

➲ **তাদের সঠিক বিশ্বাস:**

الإِيمَانُ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَاعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ.

অর্থাৎ: ঈমান হল মুখে বলা, অন্তরে বিশ্বাস, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কাজ করা। আনুগত্যে বৃদ্ধি পায়, পাপে হ্রাস পায়। বড় গুনাহ করলে মুমিন থাকে, তবে ফাসিক হয়।

দলীলসমূহ:

১. কুরআন:

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ

মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের'মু তিনিই" অর্থ ঈমা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ;নের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয় "প্রজ্ঞাময় ,ল্লাহরই এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ (সূরা আল-ফাতহ ৪৮:৪)।

ঈমান বৃদ্ধি পায়।

২. হাদীছ: **الإيمان بض**

ع وسبعون شعبة...অর্থ ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা প্রশাখা আছে (ছহীহ মুসলিম, হাদীছ হা/৩৫) ঈমান বহু শাখা বিশিষ্ট, কাজও এর মধ্যে আছে।

সালাফে সালিহীনদের উক্তি:

الإيمان قول وعمل، يزيد* ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.): "

(وينقص)".السنة للخلال ١٠٧٥

অর্থ ঈমান হলো কথা,কাজ আর এটি বৃদ্ধি ও কমে।

*** ইমাম আল-বুখারী (রহ.):**

" لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء... كلهم يقولون الإيمان قول

وعمل)".خلق أفعال العبادا(১২৫ .পৃ ,

অর্থ আমি এক হাজারেরও বেশি আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি — তাদের সবাই বলতেন: "ঈমান হলো কথা ও কাজ।"

মুতাযিলা ও জাহমিয়া:

ঈমানের সীমা সংকীর্ণ করেছে; তারা ঈমানকে শুধু অন্তরের জ্ঞান ও স্বীকৃতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছে।

খারেজী:

ঈমানের সীমা অতিরিক্ত কঠোর করেছে; তাদের মতে বড় গুনাহ করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়।

মুরজিয়া:

ঈমানকে অতিরিক্ত সহজ করেছে; তারা মনে করে কর্ম ঈমানের অংশ নয়, বরং শুধু অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট।

শী'আ:

ঈমানের বিষয়ে কুফরীর পথে চলে গেছে; তারা ঈমানের সঙ্গে এমন কিছু বিশ্বাস জুড়ে দিয়েছে যা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর পরিপন্থী।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'মাআহ:

মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে —
যা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
তাদের মতে:ঈমান হলো কথা, কাজ ও বিশ্বাস; এটি বৃদ্ধি পায় আনুগত্যে এবং হ্রাস পায় গুনাহে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর আকীদা (সঠিক আক্বীদা)।

এছাড়াও হিজবুত তাওহীদ,হিজবুত তাহরীর,আহলে কুআন ও আহমাদিয়া জামাআত(খ্রিস্টান মিশনারী) -এর মত ভ্রান্ত ফিরক্বা থেকে আল্লাহ হেফাজত করুন।আমীন।

ঈমানের স্তম্ভসমূহ

ঈমানের মূল ভিত্তি হলো ছয়টি স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীছে জিবরাইল-এ তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। জিবরাইল (আঃ) রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন: “আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।” রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন-“ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস করা, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস করা, তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করা, আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করা এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা (ছহীহ মুসলিম হা/৮)।

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান (الإيمان بالله) এটি ঈমানের মূল ও কেন্দ্রবিন্দু। এর মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত—

১) আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস: আসমান-জমিন, দিন-রাত, সবকিছুই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ। “আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের নূর।” (সূরা নূর ২৪:৩৫)

২) আল্লাহর রুবুবিয়্যাহতে ঈমান: তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা, জীবনদাতা-মৃত্যুদাতা।

৩) আল্লাহর উলুহিয়্যাহতে ঈমান: কেবল তিনিই উপাস্য। “লা -ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অর্থ- আল্লাহ ছাড়া (সত্য কেন মাবুদ নেই)কারো ইবাদত বৈধ নয়।

৪) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে ঈমান: আল্লাহর সুন্দর নামসমূহে (আস-মাউল হুসনা) ও গুণাবলীতে তার প্রকৃত অর্থে আল্লাহর জন্য সাবস্ত করা। যেমন: আর-রহমান, আল-আলীম, আস-সামী‘, আল-বাছীর।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান (الإيمان بالملائكة) ফেরেশতারা আল্লাহর সৃষ্টি, যারা নূর থেকে সৃষ্টি। তাদের সংখ্যা অনেক, আল্লাহ জানেন। প্রত্যেকের দায়িত্ব নির্দিষ্ট: জিবরাইল (আঃ)- অহী পৌঁছানোর দায়িত্বে। মীকাঈল (আঃ) -বৃষ্টি ও রিজিকের দায়িত্বে। ইস্রাফীল (আঃ) -শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। মুনকার-নাকীর - কবরের প্রশ্ন করবেন। আমল লিপিবদ্ধকারী সন্মানিত ফিরিশতাগণ-এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিরামান কাতিবিন।

৩. কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান (الإيمان بالكتب) আল্লাহ তাআলা মানুষকে হিদায়াতের জন্য কিতাব নাযিল করেছেন।

তাওরাত – মূসা (আঃ)এর উপর যাবুর – দাউদ (আঃ) এর উপর ইঞ্জিল – ঈসা (আঃ) এর উপর কুরআন – মুহাম্মাদ(ﷺ)এর উপর। কুরআন পূর্ববর্তী সব কিতাবকে মান্যতা দিয়ে এসেছে এবং কুরআনই শেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থ। “নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তা রক্ষা করবো।” (সূরা হিজর ১৫:৯)।

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান (الإيمان بالرسل) আল্লাহ মানুষকে সৎপথে ডাকতে রাসূল পাঠিয়েছেন।

প্রথম রাসূল: নূহ (আঃ) শেষ রাসূল: মুহাম্মাদ (ﷺ) তাদেরকে মানা, সম্মান করা ও অনুসরণ করা ফরয। রাসূল ﷺ ছাড়া আর কারো শরীআহ এখন গ্রহণযোগ্য নয়।

৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান (الإيمان باليوم الآخر) আখিরাতের প্রতি ঈমান না থাকলে মানুষ আল্লাহকে ভয় করবে না। এর অন্তর্ভুক্ত: মৃত্যু ও কবরের জীবন,হাশর-নাশর,হিসাব-নিকাশ,জান্নাত ও জাহান্নাম,সিরাত, মিজান

ইত্যাদি আল্লাহ বলেন:"যে আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, তার কাজসমূহ আমরা সুন্দর মনে করিয়ে দিই; ফলে তারা বিভ্রান্ত থাকে।" (সূরা নামল ২৭:৪)।

৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান (الإيمان بالقدر) তাকদীর মানে-আল্লাহ তাআলা সব কিছু পূর্ব থেকেই জেনে রেখেছেন এবং লিখে রেখেছেন। তাকদীরের চারটি স্তর রয়েছে:

১. আল্লাহ সব কিছু জানেন।

২. সব কিছু লাওহে মাহফূজে লিখে রেখেছেন।

৩. তিনি যা চান তাই ঘটে।

৪.তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

রাসূল ﷺ বলেছেন:"ঈমান না আনলে তোমরা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তাকদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস কর (সুনান তিরমিযী, হাদীস: ২১৪৪)।

ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস

ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস হওয়ার বাস্তবতা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হলো ঈমান বৃদ্ধি পায় আনুগত্যের মাধ্যমে এবং হ্রাস পায় গুনাহর কারণে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَـٰنِهِمْ "যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি করে।" সূরা ফাতহ (৪৮:৪)।

অন্য আয়াতে বলেন: وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِ إِيمَـٰنًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا "যখন কোনো সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে: এর দ্বারা তোমাদের ঈমান কাকে বৃদ্ধি করেছে? কিন্তু যারা ঈমানদার, তাদের ঈমান তো এর দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে সূরা তাওবা (৯:১২৪)।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلاَهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ«رواه مسلم، كتاب الإيمان،

অর্থ: "ঈমানের সত্তরাধিক শাখা আছে। সর্বোচ্চ হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, আর সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর

লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা”(ছহীহ মুসলিম হা/৩৫। এখানেই প্রমাণিত হয় যে ঈমানের শাখা যত বেশি পূর্ণ হবে, ঈমান ততই বৃদ্ধি পাবে।

ঈমান বাড়ানোর উপায়সমূহ (وأسبابه الإيمان إرتفاع)

ঈমান কখনো বৃদ্ধি পায়, কখনো হ্রাস পায়। কুরআন ও হাদীছের আলোকে নিচে ঈমান বৃদ্ধির কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ তুলে ধরা হলো -

১.আল্লাহ তাআলার গভীর পরিচয় ও তাওহীদে দৃঢ়তা:

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

“আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি চিরঞ্জীব, সর্বজীবনধারক।” (সূরা আল-বাকারা ২:২৫৫)।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলির গভীর জ্ঞান অর্জন এবং তাঁর একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ঈমানকে শক্তিশালী করে।

২.কুরআন তেলাওয়াত, চিন্তাভাবনা ও বাস্তবায়ন:

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

“নিশ্চয় এই কুরআন সঠিক পথের দিকে পথনির্দেশ করে"(সূরা আল-ইসরা ১৭:৯)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন;

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ

অর্থ নিশ্চয়ই মু’মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে"(আনফাল ৮:২)।

নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত, অর্থ বুঝে চিন্তাভাবনা ও জীবনে প্রয়োগ ঈমান বৃদ্ধি করে।

৩. নবী ﷺ এর সুন্নাহ অনুসরণ:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

“বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমায় অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন"(সূরা আলে ইমরান৩:৩১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনধারার অনুসরণ ঈমানকে পরিশুদ্ধ করে ও বাড়ায়।

৪. বেশি বেশি নফল ইবাদত ও যিকর করা:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“যারা ঈমান এনেছে ও যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়ের প্রশান্তি" (সূরা আর-রাদ ১৩: ২৮)।

সালাত, দোআ, তাসবীহ, কুরআন পাঠ— এসব হৃদয়কে নরম করে ও ঈমান বাড়ায়।

৫. সৎ মানুষ ও আলেমদের সান্নিধ্যে থাকা:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

“তুমি তাদের সাথে ধৈর্য ধারণ কর, যারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের রবকে স্মরণ করে" (সূরা আল-কাহফ ১৮: ২৮)।

সৎ মজলিস ও আল্লাহভীরু সমাজ ঈমান বাড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

৬.দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আখিরাতের চিন্তা:

রাসূল ﷺ বলেছেন,“যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তার প্রধান উদ্দেশ্য বানায়, আল্লাহ তার কাজকে ছিন্নভিন্ন করে দেন; আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে উদ্দেশ্য বানায়, আল্লাহ তার অন্তরে সমৃদ্ধি রাখেন” (ইবন মাজাহ হা:৪১০৫)।
আখিরাতের প্রতি মনোযোগ ও দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে থাকা ঈমানকে মজবুত করে।

৭.তওবা ও আত্মসমালোচনা:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

“হে মুমিনগণ! তোমরা আন্তরিক তওবা কর আল্লাহর দিকে" (সূরা আত-তাহরীম ৬৬: ৮)।

পাপ থেকে ফিরে আসা ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ঈমানকে শুদ্ধ ও শক্তিশালী করে।

৮.দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ও আল্লাহর উপর ভরসা:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন" (সূরা আল-বাকারা ২:১৫৩)।

বিপদে ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল ঈমানের দৃঢ়তার প্রতীক।

৯.সৎ কাজ ও দান-খয়রাত:

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ

“যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আল্লাহ তাদের জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেন" (সূরা আল-বাকারা ২:২৬১)।

দান ও সৎকাজ ঈমানের দৃশ্যমান প্রকাশ, যা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে।

১০. মৃত্যু ও কিয়ামতের স্মরণ:

রাসূল ﷺ বলেছেন,“বেশি বেশি মৃত্যু স্মরণ কর, কারণ এটি পাপ থেকে বিরত রাখে এবং হৃদয়কে নরম করে"(তিরমিযী, হাদীছ: ২৩০৭)
মৃত্যু ও পরকালের চিন্তা মানুষকে আল্লাহভীরু করে এবং ঈমান বাড়ায়।

ইমান কমে যাওয়ার কারণসমূহ

(أسباب نُقصان الإيمانن)

ঈমান যেমন বাড়ে, তেমনি কিছু কারণে তা কমে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। কুরআন ও হাদীছের আলোকে নিচে সেই কারণগুলো তুলে ধরা হলো

১.আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ও যিকর ত্যাগ করা:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ

“তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে; ফলে আল্লাহও তাদের নিজেদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছেন" (সূরা আল-হাশর ৫৯: ১৯)।

আল্লাহর স্মরণ ত্যাগ করলে হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং ঈমান দুর্বল হয়।

২.গুনাহ ও অমান্যতার কাজ করা:

রাসূল ﷺ বলেন,

«لا يَزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمن»

"ব্যভিচারকারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে ঈমানদার অবস্থায় থাকে না" (ছহীহ বুখারী: ৫৫৭৮, মুসলিম: ৫৭)।

পাপ কাজ ঈমানকে ক্ষয় করে, যেমন আগুন কাঠকে খায়।

৩.কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে থাকা:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

"রাসূল বলবেন, হে আমার রব! আমার জাতি তো এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে" (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৩০)।
কুরআনের পাঠ, চিন্তা ও আমল থেকে দূরে থাকা ঈমান কমিয়ে দেয়।

৪. খারাপ বন্ধুত্ব ও অসৎ পরিবেশ:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

"অপরাধী ব্যক্তি সেই দিন হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে: হায়, আমি যদি রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম" (সূরা আল-ফুরকান ২৫: ২৭)।
পাপাচারী ও গাফেলদের সঙ্গ ঈমানকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।

৫.সালাতে গাফেলী ও অবহেলা:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"অভিশাপ তাদের জন্য, যারা সালাতে গাফেল" (সূরা আল-মাউন ১০৭:৪-৫)

সালাতে অলসতা ও অবহেলা ঈমানের দুর্বলতার প্রধান লক্ষণ।

৬.দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ

"মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করা হয়েছে কামনা-বাসনার ভালোবাসা" (সূরা আলে ইমরান ৩: ১৪)।

দুনিয়ার মোহে ডুবে গেলে আখিরাত ভুলে যায়, ফলে ঈমান নষ্ট হয়।

৭.হারাম রুজি ও অন্যায়ের লেনদেন:

রাসূল ﷺ বলেন,

«كُلُّ لحمٍ نبتَ من سُحتٍ فالنارُ أولى بهِ»

“যে শরীর হারাম উপার্জনে গঠিত হয়, জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান" (তিরমিযী: ৬১৪)

রাসূল ﷺ বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ

যে দেহ হারাম খাদ্যে পুষ্ট হয়েছে, সেই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”(বাইহাক্বী শুআবুল ঈমান হাদীছ-৫৪৮৫)

হারাম খাবার ও অর্থ ঈমানের আলো নিভিয়ে দেয়।

৮. আত্মতুষ্টি ও অহংকার:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও দাম্ভিককে ভালোবাসেন না" (সূরা লুকমান ৩১: ১৮)

অহংকার ও আত্মগর্ব ঈমানের বিপরীত গুণ।

৯. মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণ ভুলে যাওয়া:

রাসূল ﷺ বলেন,

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ

“বেশি বেশি মৃত্যু স্মরণ কর, এটি উপভোগ ধ্বংসকারী" (তিরমিযী: ২৩০৭)।

মৃত্যু ও আখিরাত ভুলে গেলে হৃদয় গাফেল হয়, ঈমান দুর্বল হয়।

১০.শয়তানের অনুসরণ ও গাফেলী:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

“নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরা তাকে শত্রু মনে করো" (সূরা ফাতির ৩৫: ৬)।

শয়তানের ওয়াসওয়াসা, অলসতা ও গুনাহের দিকে টান ঈমান হ্রাস করে।

فالإيمانُ يزيدُ بالطاعةِ وينقصُ بالمعصيةِ، فاحذروا أسبابَ نقصانِه، واطلبوا أسبابَ زيادتِه.

"ঈমান আনুগত্যে বৃদ্ধি পায় ও গুনাহে কমে যায়। সুতরাং ঈমান হ্রাসের কারণ থেকে বেঁচে থাকো এবং ঈমান বৃদ্ধির কারণগুলোকে আঁকড়ে ধরো।"আমীন।

➲ ঈমানের দাবি ও তার বাস্তবায়ন:

১. ঈমানের ধারণা ও দাবি: ঈমান মানে হলো হৃদয়, জবান ও আমল দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর বিধানসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।

কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী ঈমানের দাবি:

হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস: আল্লাহর একত্ব, নাবুয়াত, কিয়ামত ও পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।

কুরআন: "যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, এবং যে কোনো কিছুর জন্য তাঁর প্রতি ভরসা রাখা।" (সূরা আল-মুমিনুন ২৩: ১২-১৩)।

জবান দিয়ে স্বীকার করা: অন্তরে বিস্বাস ও দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান স্বীকার করা।

হাদীছ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যদি কেউ সত্যি মনে করে এবং মুখে কবে শোনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" কাজে প্রকাশ করা: আমল ও কার্যকলাপে ঈমানের প্রতিফলন দেখা যায়।

কুরআন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের ভালোবাসেন যারা বিশ্বাসের সঙ্গে সদকাহ (উপকারী কাজ) করে।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:২৬৫)।

২. ঈমানের দাবি ও বাস্তবায়নের সম্পর্ক: ঈমানকে কেবল দাবি করলেই যথেষ্ট নয়; তা প্রত্যেকটি দিক দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রধান ক্ষেত্রসমূহ: ক্ষেত্রদাবি (The Claim)বাস্তবায়ন (Implementation) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এক আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস,সালাত,, দুআ, তাক্বওয়া, শিরক থেকে দূরে থাকা রাসূলের প্রতি আনুগত্য মুহাম্মাদ ﷺ এর রাসূলত্ব মানাশোনার ও শেখার দ্বারা আচার-আচরণে অনুসরণ পরকালের প্রতি বিশ্বাস কিয়ামত ও জাহান্নাম ও জান্নাতের প্রতি বিশ্বাসনিজের জীবন হিসাবের মাধ্যমে সতর্কতা, নেক আমল বৃদ্ধি কুরআন ও হাদীছ মেনে চলা আল্লাহর বাণী ও রাসূলের সুন্নাহ মেনে চলা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ: সালাত,ছিয়াম সদকা, সহনশীলতা

৩. ঈমানের বাস্তবায়নের চিহ্ন: ঈমান শুধু ধারণা নয়, তা কাজে প্রকাশিত হতে হবে। এর চিহ্নগুলো হলো: দয়া ও সহানুভূতি: অনাহারে ও দরিদ্রের প্রতি

সহানুভূতি। সৎ ও ন্যায়পরায়ণ আচরণ: পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি ন্যায্যতা। ইবাদত ও নিয়ামত পালন: সালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি। পাপ থেকে বিরত থাকা: জানাজানি বা গোপন পাপ থেকে দূরে থাকা।

মননশীলতা ও তাকওয়া: আল্লাহর ভয়ে চিন্তা ও সতর্কতা।

৪. ঈমানের দাবি ও বাস্তবায়নে দ্বন্দ্ব

কিছু মানুষ মুখে ঈমান স্বীকার করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে তা প্রকাশ পায় না। উদাহরণ: সালাত না পড়া, জাহান্নামের ভয় না থাকা, অসৎ ব্যবসা করা।

সমাধান: ইহকালীন ও পরকালের জন্য সৎ আমল বৃদ্ধি, নিয়মিত তাওবা, ইসলামের জ্ঞান অর্জন। অতএব মোদ্দা কথা হলো,

ঈমানের দাবি হলো বিশ্বাস, স্বীকার ও প্রতিজ্ঞা। ঈমানের বাস্তবায়ন হলো সেই দাবিকে দৈনন্দিন জীবনে কার্যকর করা। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দাবি করে কিন্তু বাস্তবায়ন করে না, তার ঈমান আংশিক বা দুর্বল।
প্রকৃত ঈমান হলো হৃদয়ে বিশ্বাস, জিহ্বায় স্বীকার,কাজের মাধ্যমে প্রকাশ।

➲ **ঈমানের শাখাসমূহ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:**

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلاَهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

অর্থ:"ঈমানের সত্তরাধিক (বা ষাটাধিক) শাখা আছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো, আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা (বুখারী হা/৯;মুসলিম হা/৩৫)।

ইমাম বায়হাকী (রাহি:) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "شعب الإيمان" (শু'আবুল ঈমান) -এ এসব শাখাকে বিস্তারিতভাবে ৭৭ ভাগে সাজিয়েছেন।

*** ঈমানের শাখার সংক্ষিপ্ত তালিকা (৭৭ শাখা)**

১. অন্তরের আমল (২৪টি শাখা)।

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান। ২. আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস। ৩. আল্লাহকে এক মনে করা (তাওহীদ)। ৪. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস। ৫. আল্লাহর ইবাদত একমাত্র তাঁর জন্য করা। ৬. আল্লাহর ভালোবাসা। ৭. আল্লাহর ভয় করা। ৮. আল্লাহর উপর ভরসা করা। ৯. আল্লাহর জন্য আশা রাখা। ১০. আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা। ১১. আল্লাহর নিয়ামত মনে রাখা। ১২. তাকদীরের

প্রতি ঈমান। ১৩. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান। ১৪. কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান। ১৫. রাসূলদের প্রতি ঈমান। ১৬. কিয়ামতের প্রতি ঈমান। ১৭. জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস। ১৮. আখিরাতের প্রস্তুতি নেয়া। ১৯. অন্তরে ইখলাস রাখা। ২০. লজ্জাশীলতা। ২১. নিয়্যাত সঠিক রাখা। ২২. নফসের হিসাব নেয়া। ২৩. আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হওয়া। ২৪.আল্লাহর শাস্তির ভয় করা।

২. জিহ্বার আমল (৭টিশাখা)

১.শাহাদাত দেওয়া (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)। ২.কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা। ৩.যিকর করা। ৪.দু'আ করা। ৫.ভালো কথা বলা। ৬.জ্ঞান অর্জন করা। ৭.কুরআন-হাদীছ শিক্ষা দেওয়া।। ৩. দেহের আমল (৬৪ শাখা)

(ক) ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত:

১.সালাত আদায় করা। ২.যাকাত প্রদান করা। ৩.ছিয়াম রাখা। ৪.হজ্ব করা। ৫.ই'তিকাফ করা। ৬.কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ)। ৭.কুরবানী করা। ৮.মানত/নযর পূর্ণ করা। ৯.নিয়ামতের কদর করা।

(খ) সমাজ-সংশ্লিষ্ট:

১.রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো।
২.সালাম দেওয়া।
৩.হাঁচির জবাব দেওয়া।
৪.আমানত রাখা।
৫.ওয়াদা পূর্ণ করা।
৬.প্রতিবেশীর হক আদায় করা।
৭.অতিথি আপ্যায়ন করা।
৮.ইয়াতীমের হক আদায় করা
৯.অভাবীদের সাহায্য করা।
১০.দুর্বলদের সহায়তা করা।
১১.ন্যায়ের আদেশ দেওয়া।
১২.অন্যায় থেকে নিষেধ করা।
১৩.সঠিক সালিশ করা।
"সমাজে কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণ"

(গ) পরিবারের সাথে সম্পর্কিত:

১.বাবা-মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার।

২.আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখা।
৩.স্ত্রীর হক আদায় করা।
৪.সন্তানের হক আদায় করা।
৫.আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করা।

(ঘ) শত্রুর সাথে সম্পর্কিত:
১.জিহাদ করা।
২.শত্রুর বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরা।
৩.মজলুমকে সাহায্য করা।
৪.মুসলিমদের রক্ষা করা।

(ঙ) নৈতিক আচরণ:
১.সত্যবাদিতা।
২.আমানতদারী।
৩.দয়া করা।
৪.কোমল ব্যবহার।
৫.ক্ষমাশীলতা।
৬.উদারতা।
৭.বিনয়ী হওয়া।
৮.ন্যায়পরায়ণতা।
৯.দুনিয়া থেকে বিমুখতা।
১০.আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

(চ) হারাম থেকে বেঁচে থাকা:
১.ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা।
২.চুরি থেকে বেঁচে থাকা।
৩.সুদ থেকে বিরত থাকা।
৪.LGBTQ সমর্থন ও হওয়া।
৫.কুফরী গনতন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়া। মদ, জুয়া ও সব হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা।
বি:দ্র: অফলাইন ও অনলাইনের ক্যাসিনোসহ সমস্ত জুয়া হারাম

ঈমানদার ব্যক্তির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

মানুষের জীবনে ঈমান হলো সেই আলো, যা হৃদয়কে আলোকিত করে, জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং আখিরাতে মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়। কুরআন ও সুন্নাহর ভাষায় "ঈমানদার" বা "আল-মু'মিন" হল সেই ব্যক্তি, যে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, মুখে স্বীকার করে, এবং আমলের মাধ্যমে প্রমাণ করে যে আল্লাহ এক, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল, এবং ইসলামই একমাত্র সত্য জীবনব্যবস্থা।

ঈমানদার ব্যক্তির সংজ্ঞা ও মূল ধারণা

ভাষাগত অর্থ:

"ঈমান" (الإيمان) শব্দটি এসেছে أمن মূলধাতু থেকে, যার অর্থ "নিরাপত্তা, বিশ্বাস, নিশ্চয়তা"।

শরঈ অর্থ:

التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح

"অন্তরের বিশ্বাস, জিহ্বার স্বীকৃতি, ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল।"

অর্থাৎ ঈমান কেবল মুখের স্বীকৃতি নয়; এটি অন্তরের বিশ্বাস ও আমলের সমন্বিত রূপ।

কুরআনের আলোকে ঈমানদারের পরিচয়

আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"মুমিন তো তারাই, যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে যখন আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়; এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা রাখে।"

(সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৮:২)।

আল্লাহ্ আরও বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

“নিশ্চয়ই সফল তারা, যারা ঈমান এনেছে — যারা তাদের সালাতে বিনয়াবনত” (সূরা আল-মু’মিনূন, আয়াত ২৩:১-২)।

প্রকৃত মুমিনের পরিচয়:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ" (সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৫)।

ব্যাখ্যা:প্রকৃত মুমিন তারা, যারা বিশ্বাসের পর সন্দেহ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে সংগ্রাম করে।

হাদীছের আলোকে ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তা তার ভাইয়ের জন্য ও ভালোবাসে।” (ছহীহ বুখারী, হাদীছ: ১৩; ছহীহ মুসলিম, হাদীছ: ৪৫)।

আরও বলেন:

الْمُؤْمِنُ مَن آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

“ঈমানদার সেই ব্য ক্তি, যার কাছ থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকে" (সুনান আন-নাসাঈ, হাদীছ: ৪৯৯৫)।

আরেক হাদীছে:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"সেই মুসলিম প্রকৃত মুসলিম, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে" (বুখারী, হাদীছ: ১০)।

ঈমানদার ব্যক্তির অন্তরের বৈশিষ্ট্য

১. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি।
২. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর প্রতি ভরসা।
৩. ধৈর্য (ছবর) ও কৃতজ্ঞতা (শুকর)।
৪. বিনয় ও নম্রতা
৫. আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়।

আল্লাহ বলেন;

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

"তারা কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করত এবং আশা ও ভয় নিয়ে আমাকে ডাকত" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৯০)।

ঈমানদার ব্যক্তির সমাজিক আচরণ

১. ন্যায়বিচার ও সততা।
২. দয়ার মনোভাব ও ক্ষমাশীলতা।
৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা।
৪. মিথ্যা, গীবত ও হিংসা থেকে দূরে থাকা।
৫. মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সাহায্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন;

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"মানুষের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বল" (সূরা আল-বাকারা ২:৮৩)।

ঈমানদারের দুনিয়াবি মর্যাদা

১.আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি মানুষের অন্তরে ভালোবাসা দান করেন।
২.ফেরেশতারা তাদের জন্য দোআ করেন।
৩.তাদের জীবনে প্রশান্তি ও সাফল্য আসে

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"যারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়" (সূরা আর-রা'দ ১৩:২৮)

আখিরাতে ঈমানদারের মর্যাদা

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

"আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে জান্নাতের, যার নিচে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে" (সূরা আত-তাওবা ৯:৭২)।

রাসূল ﷺ বলেন:

"مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ"

অর্থ: "যে ব্যক্তি হৃদয় থেকে খাঁটি বিশ্বাস নিয়ে বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' , সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" বুখারী হাদীছ -৯৯

কবীরাহ গুনাহ গার মুমিন বা ঈমানদার চিরস্থায়ী জাহান্নামী কিনা?

أهل الكبائر من المؤمنين الا يخلدون في النار

অনেকেই ধারণা কবীরাহ গুনাহগার ঈমানদার ব্যক্তিও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।অথচ তারা পাপ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে প্রবেশ করবেন ইনশাআল্লাহ।

কাবীরা গুনাহে লিপ্ত মুমিনগণ জাহান্নামে চিরস্থায়ী নন।

উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্য হতে তাওহীদে বিশ্বাসী যেসব লোক কবীরা গুনাহয় লিপ্ত হবে, তারা মৃত্যুর পর চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। যদিও তারা তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করে। বিশেষ করে যখন তারা আল্লাহর মারেফাতসহ তার সাথে সাক্ষাত করবে (মৃত্যু বরণ করবে)। তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুমের আওতায়। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের গুনাহসমূহ ঢেকে রাখবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে বলেন:

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"এ ছাড়া অন্যান্য যত গুনাহ হোক না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন (সূরা আন নিসা ৪:৪৮)"। আর তিনি যদি চান, স্বীয় ইনসাফে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে তাকে শাস্তি দিবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমতে এবং তার অনুগত বান্দাদের শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। অতঃপর জান্নাতে পাঠাবেন। এটি এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তার মারেফতের অধিকারীদের অভিভাবক হয়েছেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে ঐ সব লোকের মত করেননি, যারা তাকে চিনতে (তার মারেফত হাসিল করতে) না পেরে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহর বেলায়াত অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। হে আল্লাহ! হে ইসলাম ও মুসলিমদের অভিভাবক! তোমার সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত আমাদেরকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো (আল-আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া পৃষ্ঠা ২২-২৩)"।

ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ

الأسباب العشرة لنقض الإيمان

(কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে) আমরা ওযূ,সালাত,ছিয়াম ও হজ্জ্ব নষ্টের কারণগুলো মোটামুটি জানলেও; দুংখজনক হলেও সত্য ঈমান ভঞ্জের কারণগুলো বেমালুম জানা নেই।আসতাগফিরুল্লাহ। অথচ ঈমান মানুষের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। আল্লাহর নিকট যে ঈমান নিয়ে আসবে, সে সফলকাম; আর যে ঈমান হারাবে, সে চিরবঞ্চিত। কিন্তু মানুষ অনেক সময় অজ্ঞতাবশত বা গাফিলতাবশত এমন কিছু কাজ করে বসে, যা তার ঈমানকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়।

এই অধ্যায়ে আমরা সেই ঈমান বিধ্বংসী দশটি কারণ আলোচনা করব দলিল, ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ।

১ম কারণ: আল্লাহর সাথে শিরক করা (الشِّرْكُ بِاللهِ)

সংজ্ঞা:

هُوَ جَعْلُ شَرِيكٍ مَعَ اللهِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ، أَوْ أُلُوهِيَّتِهِ، أَوْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

অর্থাৎ, আল্লাহর রুবুবিয়্যাহে (সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসেবে), অথবা উলুহিয়্যাহে (ইবাদতের যোগ্যতায়),অথবা তাঁর নাম ও গুণাবলীতে অন্য কাউকে শরীক করা । এটাই আল্লাহর সাথে শিরক করা।

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾

অর্থ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম (সূরা আল-মায়িদাহ ৭:৭২)।

শিরক হলো সব গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর। আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না, যদি কেউ তওবা না করে।

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর শিরকের গুনাহ মাফ করেন না (সূরা আন-নিসা ৪:৪৮)।

শিরকের রূপ:

১.দো'আ অন্যের কাছে করা, কসম, মান্নত অন্য কারও কাছে করা।
২.তাবিজ-কবজে সুস্থতার নিমিত্তে ঝুলানো ।
৩. কবর বা মাজারে মান্নত করা।
৪. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে পশু কোরবানী।

রাসূল ﷺ বলেন:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ

"যে ব্যক্তি মারা যায় এবং মৃত্যুর সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সমপর্যায়ে ডাকতে থাকে (অর্থাৎ শিরক অবস্থায়), সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"(ছহীহ বুখারী হা/৬৯২২)।

২য় কারণ: কুফর (الكُفْر)

সংজ্ঞা:

هو جحودُ ما علم من الدين بالضرورة.

অর্থাৎ, ইসলামের এমন কোনো মৌলিক বিষয় অস্বীকার করা, যা জানা অপরিহার্য।

*** প্রকারভেদ:**

১. কুফর জুহূদ (অস্বীকার) — যেমন: কুরআন অস্বীকার করা।
২.কুফর কিবর (অহংকার) — যেমন: ইবলিসের কুফর।
৩.কুফর ইসতিহযা(বিদ্রূপ) — যেমন: ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করা।
৪.কুফর ইরাদ্বা (প্রত্যাখ্যান) — ইসলামের দিকে মুখ না ফেরানো।
৫. কুফর শাক্ক(সন্দেহ) — ঈমানের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা।

দলীল:

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ... فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

আর যে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি কুফরী করে সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হলো (সূরা আন-নিসা ৪:১৩৬)।

৩য় কারণ: নিফাক (النِّفَاق)

* সংজ্ঞা:

বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করা কিন্তু অন্তরে কুফর লুকানো।
প্রকারভেদ: নিফাক আকীদাহ (বড় নিফাক): ঈমান সম্পূর্ণ নষ্ট করে।
নিফাক আমল (ছোট নিফাক): ঈমান দুর্বল করে।

*নিফাকের লক্ষণ (হাদীছ):

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

অর্থ: মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি: ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। (ছহীহ বুখারী হা/ ৩৩, মুসলিম হা/ ৫৯)।

৪র্থ কারণ: আল্লাহর শরী'আহ অগ্রাহ্য করা (رَدُّ حُكْمِ اللهِ)

আল্লাহর বিধানকে অপছন্দ করা, তা পরিত্যাগ করা বা অন্য আইনকে উত্তম মনে করা।
দলীল:

﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

অর্থ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী বিচার করেনা, এমন লোকতো পূর্ণ কাফির (সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৪৪)।
যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়াহকে বাতিল মনে করে বা আধুনিক আইনকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, সে ঈমান হারায়।

৫ম কারণ: তাগূতের আনুগত্য (طاعة الطاغوت)

তাগূত অর্থ— এমন সব ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহর বিরোধিতায় উপাস্য, আইনদাতা বা কর্তৃত্বশালী মনে করা হয়।

দলীল:

﴿ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾

অতএব যে তাগুতকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনও ছিন্ন হবার নয় এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী (সূরা আল-বাকারা ২:২৫৬)।

৬ষ্ঠ কারণ: ধর্ম নিয়ে উপহাস করা (الاستهزاء بالدين)

দলীল:

﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

তুমি বল:তাহলে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসি তামাশা করছো?তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ (সূরা আত-তাওবাহ ৯:৬৫-৬৬)

উদাহরণ:ইসলামি বিধান নিয়ে ঠাট্টা করা,নামাজ, পর্দা, দাড়ি ইত্যাদি নিয়ে হাসাহাসি।

৭ম কারণ: ইসলাম ত্যাগ করা বা অন্য ধর্মে প্রবেশ (الرِّدَّة)

দলীল:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

“আর যারা তোমাদের মধ্যে থেকে তাদের দ্বীন থেকে পশ্চাৎপদ হয়ে কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাদের সব আমল বৃথা হয়ে যায় (সূরা আল-বাকারা ২:২১৭)।

ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ, ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ,নিজেকে “নিরপেক্ষ” দাবি করা।

ইসকন ১৯৬৬ সালে নিউইয়র্কে,আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা হয় শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব মতাদর্শ থেকে। যারা কৃষ্ণের আদর্শ প্রচারের আড়ালে "অখণ্ড ভারত" বা "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠার গভীর ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

মূলত তারা সনাতনী বলে নিজেদের পরিচয় দিলেও তারা সনাতনীদের জন্যও বিপদজনক।

"Bhagwa Love Trap" নামে মুসলিম নারীদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেল ইজ্জত হরণ করে।

ইসকনের মতবাদ তাওহীদের বিরোধী, কারণ তারা বহু দেবতার ধারণা রাখে এবং কৃষ্ণকে “ঈশ্বর” মনে করে।মুসলিমদের জন্য তাদের অনুষ্ঠান, কীর্তন বা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা হারাম ও আক্বীদাগতভাবে বিপজ্জনক।

৮ম কারণ: কুফরী বাক্য বা কাজ (قول أو فعل الكفر)

উদাহরণ:কুরআন ছুঁড়ে ফেলা,নবী ﷺ সম্পর্কে কটূ মন্তব্য,আল্লাহর বিষয় নিয়ে রসিকতা,ইসলামী বিধান প্রত্যাখ্যান।

রাসূল(ﷺ) বলেন; “নিশ্চয় একজন মানুষ এমন একটি কথা বলে যা আল্লাহর ক্রোধের কারণ, অথচ সে তা গুরুত্ব দেয় না, এবং সে সেই কারণে জাহান্নামে পতিত হয় (বুখারী হাদিস : ৬৪৭৭)।

৯ম কারণ: ঈমানের রুকন অস্বীকার করা (إنكار أركان الإيمان)

ঈমানের ছয়টি রুকন হলো —

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান
২. ফেরেশতাদের প্রতি
৩. কিতাবসমূহের প্রতি
৪. রাসূলদের প্রতি
৫. পরকালের প্রতি
৬.তাকদিরের প্রতি

যে এগুলোর মধ্যে একটি অস্বীকার করে, তার ঈমান বাতিল।

দলীল:

﴿ لَّيْسَ الْبِرَّ... وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾

“নেকতা কেবল তোমরা মুখ ঘুরাও পূর্ব বা পশ্চিমের দিকে নয়, বরং সত্যিকারের নেকতা হলো, যে আল্লাহ, কিয়ামতের দিন, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবীসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে (সূরা আল-বাকারা ২:১৭৭)।

১০ম কারণ: আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া (الإعراض عن دين الله)

অর্থ: ইসলামের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা ও বিরাগ প্রকাশ করা।
দলীল:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا

“আর যারা আমার স্মরণ থেকে মুখ ঘুরায়, তাদের জন্য জীবন হবে কষ্টকর ও সংকীর্ণ (সূরা ত্বাহা: ২০:১২৪)।

উদাহরণ:ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা,ইসলামী জ্ঞান জানতে অনিচ্ছা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ঈমান বিধ্বংসী কাজগুলো থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

ঈমান রক্ষার পথ : বাঁচার উপায় সমূহ

الطريق إلى نجاة الإيمان

ঈমান রক্ষার প্রয়োজনীয়তা:

ঈমান মানব জীবনের মূল ভিত্তি।এটি ছাড়া আমল, ইবাদত, নৈতিকতা কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

“নিশ্চয়ই সফলকাম তারা, যারা ঈমানদার।” (সূরা আল-মুমিনূন ২৩: ১)
সফলতা নির্ভর করে ঈমানের ওপর, তাই ঈমান নষ্ট হলে মুক্তির কোনো উপায় থাকে না।

ঈমান নষ্টের ফাঁদ ও বিপদ সমূহ হচ্ছে;
শিরক ও কুফর,বিদ'আত ও গাফিলতি,পাপাচার ও গুনাহর ধারাবাহিকতা, সন্দেহ ও আক্বীদাহর দুর্বলতা,দুনিয়ার মোহ ও শয়তানের প্রতারণা।

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

“নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, তাই তোমরা তাকেই শত্রু মনে করো।”(সূরা ফাতির ৩৫: ৬)

ঈমান রক্ষার উপায়সমূহ (বাঁচার পথ)

১. খাঁটি তাওহীদের চর্চা করা

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

“জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।” (সূরা মুহাম্মদ ৪৭: ১৯) তাওহীদের মর্ম বুঝে আমল করা, শিরক থেকে দূরে থাকা, প্রতিদিন “لا إله إلا الله” এর চেতনা নবায়ন করা।

২. কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অধ্যয়ন:

ঈমান মজবুত হয় জ্ঞানের মাধ্যমে।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“আল্লাহকে ভয় করে কেবল জ্ঞানবান বান্দাগণ।” (সূরা ফাতির ৩৫: ২৮)

৩.খুশু-খুযূর সাথে নিয়মিত ছালাতে আদায় করা:

ছালাত ঈমানের প্রমাণ ও রক্ষাকবচ।

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

“নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।”
(সূরা আনকাবুত ২৯: ৪৫)

৪.তাওবা ও ইস্তিগফারের ধারাবাহিকতা:

গুনাহর কারণে ঈমান দুর্বল হয়। তাই তাওবা ঈমানের পুনরুজ্জীবন।

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ

“হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো।” (সূরা নূর ২৪: ৩১)

৫.সৎ সঙ্গ ও ভালো পরিবেশ:

পাপীদের সঙ্গ ঈমান নষ্ট করে, আল্লাহভীরুদের সঙ্গ তা বৃদ্ধি করে।

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ

"মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের ওপর থাকে।" (তিরমিজি হা/২৩৭৮)

৬. দুনিয়ার মোহ থেকে সাবধান থাকা:

দুনিয়া ঈমানের বড় পরীক্ষা।

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"দুনিয়ার জীবন তো কেবল প্রতারণার সামগ্রী।" (সূরা আল ইমরান ৩:১৮৫)

৭. আল্লাহভীতি ও তাকওয়া অর্জন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যথাযথভাবে।" (সূরা আলে ইমরান৩: ১০২)

তাকওয়া ঈমানের জ্বালানী। যার যত তাকওয়া, তার ঈমান তত দৃঢ়।

৮. দাওয়াত ও আমল প্রচার করা

ঈমান সংরক্ষণে দাওয়াত একটি রুহানি শক্তি।

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

"আর তার চেয়ে উত্তম কথা কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায়।" (সূরা ফুসসিলাত ৪০: ৩৩)

৯. সবরে অবিচল থাকা:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী।" (সূরা বাকারা২:১৫৩)

বিপদে ধৈর্য ঈমানকে টিকিয়ে রাখে।

১০. দোয়া ও আল্লাহর কাছে স্থিতিশীলতার আবেদন

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

হে পরিবর্তনশীল অন্তরের মালিক! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর স্থির রাখো।” (তিরমিজি ২১৪০)

অতএব ঈমান রক্ষা কোনো একদিনের কাজ নয়, বরং সারাজীবনের সংগ্রাম।

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

“যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ — তারপর সে কথায় অটল থাকে। ”(সূরা ফুসসিলাত ৪১: ৩০)

এই অটলতা অর্জনের জন্য দরকার – তাওহীদ, আমল, ইলম, তাকওয়া ও দোয়া।

উপসংহার (الخاتمة):

اللَّهُمَّ احْفَظْ إِيمَانَنَا وَثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

হে আল্লাহ! আমাদের ঈমান রক্ষা করুন এবং আমাদের অন্তরকে আপনার ইবাদতের ওপর স্থির করুন। আমিন।

اللّٰهُمَّ اجعلنا من الذين يحافظون على إيمانهم حتى الممات، واغفر لنا زلاتنا، وثبتنا على الحق، ووفقنا لما تحب وترضى.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঈমান অটুট রাখে, আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করুন, আমাদের অন্তরকে সত্যের ওপর দৃঢ় রাখুন, এবং আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন। আমিন। সংকলকের প্রকাশিতব্য বই সমূহ ইনশাআল্লাহ ।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

তাইবাহ বিডি

আলইখলাছ ফাউন্ডেশন হলো তাইবাহ বিডির একটি অলাভজনক দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান।
তাইবাহ বিডিতে পাবেন: বিভিন্ন প্রকার খাঁটি মধু, গাওয়া ঘী, বিভিন্ন তেল (ঘানিভাঙা সরিষা তেল, নারিকেল তেল ইত্যাদি), খাঁটি গুড়-পাটালি, তালবীনা, রান্নার বিভিন্ন মসলা, দেশি কালোজিরা, ফ্রেশ আম, তাজা মাছ, চুঁইঝাল, ইম্পোর্টেড পণ্য, বিভিন্ন নাটস, চিয়াসীড, অর্গানিক চা, এপেল সিডার ভিনেগার, ভেষজপণ্য সহ বিভিন্ন পণ্য।
অর্ডার করুন : +8801312-798950 (হোয়াটসঅ্যাপ)
fb: Taibah BD
web: www.taibahbd.com

....

লেখকের প্রকাশিতব্য বই সমূহ ইনশাআল্লাহ

১. الأذكارُ وَالأعمالُ النَّبَوِيَّةُ — নববী যিকর ও আমলসমূহ।

২. تَعْلِيمُ الآدَابِ وَالأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ-নববী হাদীছ ও শিষ্টাচার শিক্ষা

AL-IKHLAS FOUNDATION

আল ইখলাছ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য :

- মাসজিদ নির্মাণ প্রকল্প
- দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রকল্প
- দাওয়াহ সেন্টার প্রকল্প
- কুইজ প্রতিযোগিতা প্রকল্প
- স্কিল ডেভোলপমেন্ট প্রকল্প
- বিশেষজ্ঞ স্কলারদের তত্ত্বাবধানে কাউন্সিলিং প্রকল্প
- ইসলামি কিতাব প্রকাশনা প্রকল্প
- ইয়াতীম প্রকল্প
- সামর্থহীনদের বিবাহ প্রকল্প
- শীতবস্ত্র বিতরণ প্রকল্প
- ঈদ কর্মসূচী প্রকল্প
- দূর্যোগে ত্রান বিতরণ প্রকল্প

সহযোগিতা পাঠাতে:+8801954-798950 বিকাশ/ নগদ (পারসোনাল)